বার্ড ফ্লু: কিছু তথ্য

সুখবর: ২২ এ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬: ভারতে আপাতত কোনো মানুষের বর্ডি ফ্লু হয়নি। নবপুরের যে বারো জন কে বর্ডি ফ্লু সন্দেহ করা হয়েছিল তাদের রক্ত সেরোলোজিক্যাল টেষ্টে এখনও পর্যন্ত নেগেটিভ। অবশ্যই টেষ্ট এখনও চলছে এবং কোনো কোনো রেসাল্ট পসিটিভও হয়ে যেতে পারে। তবু এই বারো জনের রোগের কোনো চিহ্ন এখনও দেখা দেয়নি। তাহলে আমরা এত ঘাবড়ে গেলাম কেন যে সারা ভারত থেকে মুরগি, হাঁস, ডিম উধাও হয়ে গেল? যদিও কেন্দ্র ও পশ্চিম বাঙলা সরকার সমানে ঘোষণা করে চলেছেন সাবধানতা অবলম্বন করে মাংস ও ডিম খেলে কোনো দোষ নেই, কিন্তু কে কার কথা শোনে। ভয় ও হুজুগপ্রিয়তা যুক্তি তর্কের ধার ধারেনা। আজকে (২৬ তারিখ) অবশ্য সল্ট লেকের এই মার্কেটের বাজারে অতি সামান্য মুরগি দেখেতে পেয়েছি।
দুশ্চিন্তার কথা: ১৮ই ফেব্রুয়ারি ওই নবপুরেই কিছু মুরগির বার্ড ফ্লু, যার আন্য নাম এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ধরা পড়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকার পোলট্রি নষ্ট করা হয়েছে,তবে পুনের ন্যাশানাল ইনষ্টিটিউট অফ ভাইরোলজি এখনও নবপুরকে বিপদ মুক্ত ঘোষণা করেনি। ২৬এ ফেব্রয়য়ারি: সুরাটে পোলট্রিতে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা গেছে। তার মানে এর ভাইরাস পাওয়া যাচ্ছে এসিয়ার প্রায় সব যায়গাতেই। জাপান, রিপাব্লিক অফ কোরিয়া আর মালয়েসিয়া একমাত্র ভাইরাসের থেকে মুক্ত, তাও কোটি কোটি টাকার পোলট্রি ধ্বংস করার পর। ইউরোপও যে ভাইরাস ফ্রি তা আদৌ নয় (ম্যাপ দেখুন)। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এখন অবধি সামলে রয়েছে, তবে তা কত দিন বলা শক্ত।
ইতিমধ্যে সারা পৃথিবীতে ১৭৪ জন আক্রান্ত হয়েছে, তার মধ্যে ১০২ জন মারা গেছে। বর্তমান হিউম্যান কেসের শিকার সবচেয়ে বেশি হয়েছে থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েত নাম। যারা পোলট্রিতে কাজ করছে, এবং সোজা সুজি, অনবরত পাখিদের সঙ্গে রয়েছে ও বিশেষ করে তাদের মল মুত্রের সংস্পর্শে আসছে তাদেরই এটা হচ্ছে। জবাই করা, পালক ছাড়ান. কাটা বাছা করা এই সব সময়েই সবচেয়ে বেশি সঙ্ক্রমনটা হয়।
কিন্তু তবু বলব ওই পরিমান ঘাঁটাঘাটি করার পরেও আক্রান্তরা অত্যন্ত নগন্য সংখ্যায়। তা থেকে এই সিদ্ধান্তই করা যায় যে বার্ড ফ্লু পাখিদের মধ্যে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে পারলেও মানুষের বেলায় এখনও ভেজা বারুদ। তবে এ অবস্থা বেশি দিন থাকবে বলে মনে হয়না। এ ব্যাপারে পরে আসছি।
বার্ড ফ্লু এক ধরণের ইনফ্লুয়েঞ্জা। তার মানে আক্রান্ত ব্যক্তির ইনফ্লুয়েঞ্জার উপসর্গ দেখা দেবে। সারা গায়ে ব্যাথা, কাশি, গলা ব্যাথা, বেশ ভারি জ্বর (৩৮-৩৯ সেলসিয়াস) থাকবে। তবে বার্ড ফ্লু যে সাধারণ ইনফ্লুয়েনঞ্জার থেকে এত ভহাবহ তার কারণ হোলো খুব তাড়াতাড়ি লাংসকে আক্রমণ করে ফলে এ ক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি শ্বাসকষ্ট দেখা যায় । তারপর মারত্বক নিউমোনিয়া ও শ্বাসযন্ত্রের বৈকল্য রোগীকে মৃত্যুর পথে নিযে চলে । আরো বিভিন্ন উপসর্গ থাকতেই পারে, যেমন বমি, শুকনো কাশি, কোষ্ঠবদ্ধতা। একটা বিশেষ লক্ষণের কথা বলা দরকার। যে কোনো ইনফ্লুয়েঞ্জাতেই থাকবে অসম্ভব গলা ব্যাথা, অথচ টনসিল বাড়েনি তার সঙ্গে শঙ্গে শুকনো কাশি। এটা না থাকলে আপনার ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বার্ড ফ্লু হয়নি।
এখনকার বার্ড ফ্লুর কারণ ফ্লু ভাইরাসেরই একটা বিশেষ প্রজাতি। যার সাইন্টেফিক নাম **H5N1** ভাইরাস। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা এমন কিছু নতুন ভাইরাস নয়। এর প্রায় ১৫ রকম প্রজাতি আছে।
চিরকালই বিভিন্ন পাখি কোনো না কোনো প্রজাতির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। আক্রান্ত মুরগিরা ডিম পাড়া বন্ধ করে দিত, ঝিমিয়ে পড়ত, খাওয়া কমিয়ে দিত। বহু সময়েই সেরেও যেত এমনি এমনিই। আবার কিছু মারাও যেত। কখনো কখনো বেশ কিছু হাঁস মুরগি মারাও যেতনা তা নয়। তবে ব্যাপারটা ছুটকো ছাটকা
ভাবেই দেখা দিত এবং বৈজ্ঞানিকরা ১৯৯৭ এর আগে খুব একটা মাথা ঘামানোর দরকার বোধ করেননি। তাঁরা **H5N1** এর সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল যে ছিলেন না তা নয়। তখনও **H5N1** এ আক্রান্ত হাঁস মুরগিরা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ত। প্রথমে দারুণ কম্প দিয়ে জ্বর, রক্ত ভেদ বমি, প্যারালিসিস, তারপর দিন দুয়েকের মধ্যেই মারা যেত। তবে সঙ্ক্রমনের ক্ষমতা ছিল নগন্য ও পাইকারি দরে বার্ড ফ্লু ঘটিত মড়ক দেখা যেতনা। কোনো মানুষও আক্রান্ত হতোনা।

পটভূমিকা পাল্টাল ১৯৯৭ এর মে মাসে। হংকং এ একটি ৩ বছরের ছেলে সহ ছ'জন লোক মারা গেল হঠাৎ করে। প্রথমে মৃত্যুর কারণ বোঝা যায়নি। তারপর প্রায় দিন দশ বাদে যখন সব পরীক্ষার রিপোর্ট এল তখন দেখা গেল প্রত্যকেরি রক্তে **H5N1** রয়েছে। তার মানে এই প্রথম বার্ড ফ্লু বেড়া ডিঙ্গিয়েছে।

তার পরে বেড়া ভেঙ্গেই গেল। **H5N1** এসিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে। আমেরিকা দিন গুনছে। ওখানে এল বলে।

এখন **H5N1** এর ব্যাপারে কিছু তথ্য সরবরাহ করা যাক:

১) ইনফ্লুয়েঞ্জা (**H5N1** তারই প্রজাতি) আর.এন.এ ভাইরাস। তার ফলে এর জেনেটিক কোড সবসময়েই বদলাচ্ছে। যার অন্য নাম মিউটেশন। তার ফলে ভ্যাক্সিনের ফরমুলা প্রতি বছরই পাল্টাতে হচ্ছে। এখন অবধি কেবল ইনফ্লুয়েঞ্জা এ ও বি'র ই ভ্যাক্সিন বার করা সম্ভব হয়েছে।

২) মিউটেশনের ফলেই **H5N1** এত বিপদজনক আকার ধারণ করেছে। এখনও এর কোনো প্রতিসেধক ভ্যাক্সিন এখনও বেরোয়নি।

৩) বন্য মাইগ্রেটরি পাখিরা এই ভাইরাসের প্রধান ধারক, বাহক ও রক্ষক। বুনো পাখিদের থেকে আক্রান্ত হয় ঘরের পাখিরা।

৪) মানুষের বার্ড ফ্লু হলে আরোগ্যিক কোনো ওষুধ নেই। চিকিৎসা উপসর্গ অনুযায়ী। প্রায় সব ক্ষেত্রেই রোগ প্রথম অবস্থায় ধরা পড়েনা। রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট আসতে বেশ কয়েক দিন লাগে। কাজে কাজেই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যেখানে পোলট্রি ও মানুষের মধ্যে অবাধ সম্পর্ক সেই সব অবস্থায় সন্দেহের মাপকাঠি খুব কড়া করে রাখতে হবে। শ্বাস জনিত সতর্কতা ও চিকিৎসা খুব তাড়াতাড়ি শুরু করতে হবে।

৫) অ্যান্টিবাইওটিক এখানে কাজ করেনা। তবু ডাক্তাররা কড়া কড়া অ্যান্টিবিওটিক দিতে দ্বিধা করেননা। এর স্বপক্ষে একটা কথাই বলা যায়: রোগ এমনিতেই খারাপ, তার ওপর সেকেন্ডারি ইনফেকশন হলে তো অবস্থা আরো জটিল হতে পারে। তবে সত্যি কি আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া ওষুধ ইনফেকশন আটকাতে পারে? এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের তর্ক এখনও শেষ হয়নি।

৬) পাখিদের জন্যে ভ্যাক্সিন বেরিয়েছে, তবে তার কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। তাছাড়া সময়োপযোগিতা, খরচ এই সব চিন্তা করলে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে ভাক্সিন এখনও অবধি **H5N1**র ব্রহ্মাস্ত্র হতে পারেনি।

৭) যে অঞ্চলে বার্ড ফ্লু দেখা দিচ্ছে সেই অঞ্চলকে বিপদ মুক্ত করার একমাত্র বাস্তব উপায় হোল সমস্ত পোলট্রিকে পাইকারি দরে নিধন করা। দুষ্ট ভাইরাসের থেকে শূণ্য পোলট্রি ভাল এই নীতিই এখন চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং হবে।

আমাদের মত জন সাধারণের এই ব্যাপারে কি করণীয়?

১) ওয়াকিবহাল থাকা। বার্ড ফ্লুকে আমরা নতুন করে চিনছি, জানছি। আগেকার অনেক ধারণা পাল্টাচ্ছে। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে মানুষের জন্যেও **H5N1** এর ভ্যাক্সিন বেরিয়ে যাবে যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা এ'র ভ্যাক্সিন কয়েক বছর আগেই বেরিয়েছে। নিউজ মিডিয়াকে কাজে লাগান যথাসম্ভব।

২) যে অঞ্চলে বার্ড ফ্লু নেই সে অঞ্চলের হাঁস, মুরগি বা ডিম না খাওয়ার কোনো কারণ নেই। একটা অত্যন্ত পুষ্টিকর ও প্রয়োজনীয় খাদ্যকে আমরা শুধু দূরে সরিয়েই রাখছিনা, একটা কোটি কোটি টাকার বিরাট ব্যবসার সর্বনাশও করছি অহেতুক ভীতির জন্যে। হ্যাঁ, সাবধানতা নিশ্চয় দরকার, তবে পোলট্রিকে একেবারে বর্জন করা সবদিক থেকেই ভুল।

৩) ভাল করে ধোয়ার বিকল্প নেই। যে মাংসটা বা ডিমটা কিনলেন সেগুলো এবং নিজের হাত খুব ভাল করে ধোবেন। না ধোয়া হাত যথাসম্ভব নাকে, মুখে বা চোখে লাগাবেননা। সব রকমের ফ্লু ভাইরাস প্রথমে আস্তানা

গাড়ে চোখেই। তারপর সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে দেহের বিভিন্ন স্থানে। হাতের নোখ বাড়তে দেবেন না। মহিলারা অবহিত হোন, ম্যানিকিওর দেখতে ভাল, কিন্তু ক্ষতিকারক জীবানু ঘডিত বিষয়ে।

৪) কাঁচা বা ভাল করে না রান্না করে মাংস বা ডিম খাবেননা।

৫) যাদের পোলট্রি আছে বা যাঁরা পোলট্রিতে কাজ করেন, তাঁদের বিশেষ সাবধানতা নিতেই হবে। তাঁদের দৈনন্দিন কাজে হাঁস মুরগির সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক হতে বাধ্য। গ্লাভ্স, মাস্ক এবং সম্ভব হলে সার্জিকাল অ্যাপ্রণ পরা দরকার। সেগুলোকে ডিসপোসেব্ল হতে হবে, একবারের বেশি ব্যবহার করা চলবেনা। এর জন্যে যে খরচ হবে তার দায় কিছুটা সরকারের, কিছুটা পোলট্রি মালিকের, কিছুটা সাধারণ লোকের বহন করার দায়িত্ব নিতে হবে। এটা অত্যন্ত দরকারী একটা প্রথম পদক্ষেপ বার্ড ফ্লু আটকানোর জন্যে।

৬) অকারণে বা অত্যল্প কারণে অ্যান্টিবাইওটিক ব্যবহার করা আমাদের একটা চল হয়ে গেছে। তার জন্যে ডাক্তার, রোগী ও কম্পাউন্ডার সকলেই কম বেশি দায়ী। এর কুফল আমাদের দেশে ড্রাগ রেসিস্টেন্ট ব্যাকটেরিয়া রক্তবীজের মতো বেড়ে চলেছে। বার্ড ফ্লুর কোনো অ্যান্টিবাইওটিক নেই। কেবলই উপসর্গের চিকিৎসা ও বিশেষ করে হার্ট লাংসের ওপোর জোর দেওয়া ছাড়া বেশেষ কিছু করণীয় নেই। অ্যান্টিবাটিক উপসর্গ মানে নিউমোনিয়ার জন্যে নিশ্চই লাগবে, তবে আগে থেকে অ্যান্টিবাইওটিক ব্যবহার করে তো নিমোনিয়া আটকাতে পারবেননা। আর সবারই যে নিমোনিয়া হবে এমন কোনো কথা নেই। অনেক অর্থবহ হবে নিমোনিয়া ডায়াগ্নোজ হলে তখন নিউমোনিয়া-স্পেশিফিক অ্যানটিবাইওটিক ব্যবহার করা। সেটা চিকিৎসকের হাতে ছেড়ে দেওয়াই (অর্থাৎ নিজের চিকিৎসা নিজে না করা) ভাল।

ওয়ার্লড হেল্থ অরগ্যানাইজেশনের কিছু তথ্য সরবরাহ করে শেষ করছি

১) মানুষের যেখানে যেখানে বার্ড ফ্লু হয়েছে এবং মৃত্যুর হার:

দেশ	কতজন রোগী	কতজন মারা গেছে
কাম্বোডিয়া	৪	৪
চীন	১৪	৮
ইন্দোনেশিয়া	২৭	২০
ইরাক	২	২
থাইল্যান্ড	২২	২২
টার্কি	১২	৪
ভিয়েতনাম	৯৩	৪২
সব মিলিয়ে	১৭৪	১০২

২) কোথায় কোথায় বার্ড ফ্লু হয়েছে (ম্যাপ দেখুন)

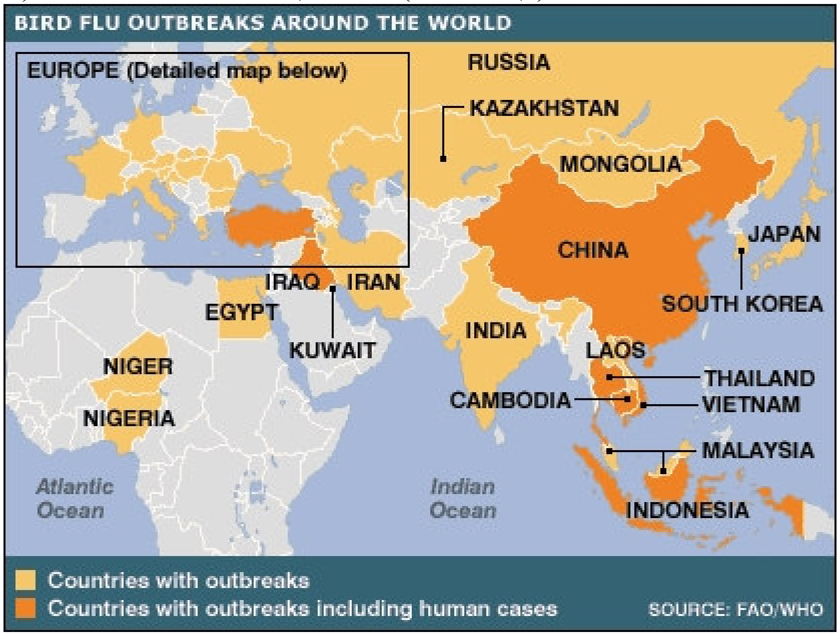

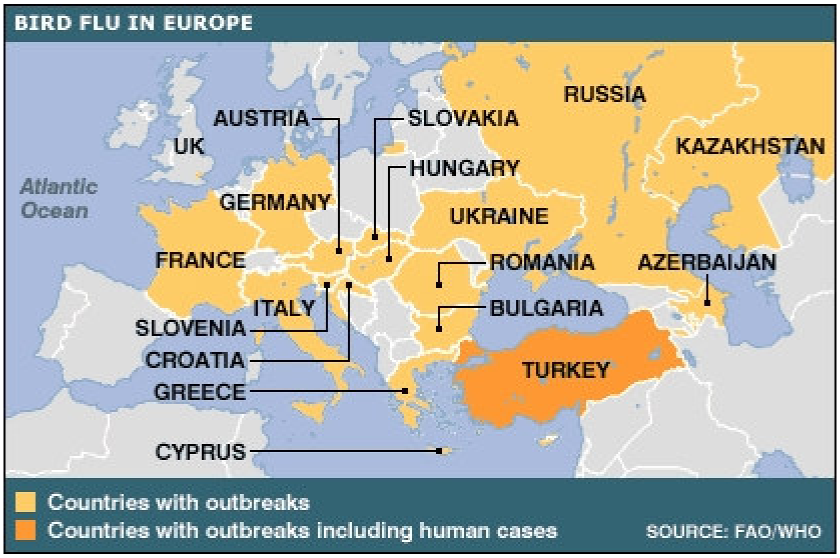

৩) কেন ওয়ার্লড হেল্থ অরগ্যানাইজেশন বার্ড ফ্লু নিয়ে এত চিন্তিত:
এ প্রসঙ্গে একট কথা খুব শোনা যায়। সেটা প্যান্ডেমিক। বার্ড ফ্লু প্যান্ডেমিকের আকার ধারণ করতে পারে। ব্যাপারটা কি? এপিডেমিক ও প্যানডেমিকে কি তফাৎ?
এপিডেমিকের ক্ষেত্রে একটা শহর বা অঞ্চল অসুখে আক্রান্ত হয়। কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড এপিডেমিকের সঙ্গে আমরা পরিচিত। এই অসুখ গ্রাম কে গ্রাম, শহর কে শহর উজাড় করে দিত, কিন্তু ক্ষতির পরিমান সীমাবদ্ধ থাকত একটা অঞ্চলেই।
প্যান্ডেমিক কে বলতে হয় মহামারী যদি এপিডেমিক কে মারী বলি।
প্যান্ডেমিক ছড়িয়ে যায় সারা পৃথিবীতে। ১৯১৮ সালে এসিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্যান্ডেমিক সৃষ্টি করেছিল। সারা পৃথিবী আক্রান্ত হয়েছিল। কোটি কোটি লোক মারা গিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে বেশি লোক মারা গিয়েছিল এই প্যান্ডেমিকে।
৪) কি করে বুঝব প্যান্ডেমিক শুরু হয়েছে বা শুরু হবে?
প্রথম ওয়ার্নিং পাবেন যখন দেখবেন হয়ত ত্রিশ চল্লিশ জন লোক একটা ছোট শহর বা গ্রামের মধ্যে খুব অল্প দিনের মধ্যেই আক্রান্ত হচ্ছে। তারা সকলেই কিন্তু পোলট্রি সংক্রান্ত লোক তা নয়, বেশির ভাগ লোকই আপনার আমার মতো। তাদের এই অসুখ হবার কোনো সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। তারপরে এটা ছড়িয়ে পড়বে ডাক্তার ও নার্সদের মধ্যে । তারপর মহামারী। তার মোকাবিলা করতে আমরা এখনও প্রস্তুত নই। অভিমত: ওয়ার্লড হেল্থ অরগ্যানাইজেশন
৫) **H5N1** কি সক্ষম এই মহামারী ঘটাতে? এখনও কুল্লে ১৭৪ জন এতে আক্রান্ত হয়েছে, তাও তারা পোলট্রির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল। অতএব এখনকার সিদ্ধান্ত পাখিদের বেলায় দাবানল হলেও মানুষের ক্ষেত্রে **H5N1** এখনও ভিজে বারুদ। তবে চিন্তার কারণ দুটো: এই ভাইরাস বেড়া ভাঙ্গতে পেরেছে, পাখিদের রাজ্য ছাড়িয়ে মানুষের রাজ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। ১৭৪ জন রোগী সারা পৃথিবীর পক্ষে অতি সমান্য কিন্তু এটা ভুললে চলবেনা যে এই ১৭৪ জনের মধ্যে ১০২ জন মারা গেছে। এটা কিছু ছেলে খেলার ব্যাপার নয়।
দ্বিতীয় নম্বর ভয়ের কারণ (যেটা প্রথম কারণের থেকে আরো অনেক গুরুতর) হচ্ছে ভাইরাসের যথেচ্ছা মিউটেশন এবং তার দরুণ সম্ভাব্য প্যান্ডেমিক। একটা মহামারী ঘটাতে গেলে যা যা স্বর্তের দরকার তার সবই এই **H5N1** সাধন করেছে কেবল একটি ছাড়া। এখনও সে মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমন করার

জেনেটিক কোডটা খুঁজে পায়নি। কিন্তু মিউটেশন তো চলছেই। কোনো না কোনো দিন কোডটা পাবেই। বৈজ্ঞানিকদের মতে মানুষ মানুষে সজ্ক্রমন হবে কি হবেনা এটা আর প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন কবে হবে? সেটা অবশ্যই আমরা জানিনা। তবে ভিজে বারুদ কোনো না কোনো দিন শুকোবেই। তখন কি আমরা এই **H5N1** এর মোকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুত থাকব? এখনও তো বেশ কিছু সময় রয়েছে। আসুন আমরা ঘরে ঘরে প্রস্তুত হই দানবের সাথে সংগ্রামের জন্যে।

Dipankar Mukherjee, MD
174 Lowell Road
Mashpee, MA 02649
USA